মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৪৩৫৭

পর্ব-২২: পোশাক-পরিচ্ছদ (كتاب اللباس)

পরিচ্ছেদঃ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

الْفَصْلُ الثَّانِي

আরবী

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَرْكَبُوا الْخَزَّ وَلَا النِّمَارَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ

বাংলা

৪৩৫৭-[৫৪] মু'আবিয়াহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা রেশমী কাপড় এবং চিতাবাঘের (চামড়ায় তৈরি) গদির উপর সওয়ার হয়ো না। (আবূ দাঊদ ও নাসায়ী)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : আবূ দাঊদ ৪১২৯, নাসায়ী (পাওয়া যায়নি), ইবনু মাজাহ ৩৬৫৬, তাহক্বীক মুসনাদে আহমাদ ১৬৮৮৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৪, ৬৩১৭, আল জামি'উস্ সগীর ১৩২৩৯, সহীহুল জামি' ৭২৮৩।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যাঃ (خَزَّ) "খায" বলতে আরোহণকৃত পশুর পিঠে রাখা জীন বা গদিকে বুঝানো হয় যার আবরণের কাপড় পশম দ্বারা বয়ন করা হয়। যদি এখানে 'খায' দ্বারা পশম বলতে তৈরিকৃত কাপড়কে বুঝানো হয় তাহলে তা ব্যবহার করা বৈধ। কারণ তা সাহাবী ও তাবি'ঈগণ পরিধান করেছেন। তবে এতে যদি অহংকার ও গর্ব প্রকাশার্থে বুতাম ও অন্যান্য উপাদান থাকে যা অনারবরা ব্যবহার করে তাহলে তা তানযীহী নিষেধাজ্ঞার হুকুম রাখে। আর যদি 'খায' দ্বারা অন্য এক ধরনের কাপড় যা রেশমী কাপড়ের সংমিশ্রণে তৈরি করা হয়, তাহলে তা হারাম। তখন তাহরীমী নিষেধাজ্ঞার হুকুম রাখে। আর (نِمَارَ) "নিমার" শব্দটি 'নামিরা'-এর বহুবচন। এটির মূল অর্থ চিতাবাঘ (যে বাঘের গায়ে ডোড়াকাটা দাগ থাকে) হলেও এখানে এর দ্বারা চিতাবাঘকে না বুঝিয়ে এর গায়ের চামড়া ব্যবহার করার কথা বুঝিয়েছে। এই চামড়ায় তৈরি কিছুতে বসা নিষেধ করা হয়েছে এজন্য যে, এতে বসলে

বিলাসিতাভাব ও অহংকার চলে আসতে পারে অথবা এটি অহংকারীদের সংস্কৃতি। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ মু'আবিয়াহ ইবন আবূ সুফিয়ান (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=75081

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন